بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১০ আগস্ট ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০ আগস্ট ২০১২-এর (১০ যহুর, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

এ আয়াতের অনুবাদ হল, আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন বল, নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। তারাও যেন আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (সূরা আল্ বাকারা, ৮৭)

রমযানের পবিত্র মাস আসার পর এর দু'দশক গত হয়ে গেছে আর বুঝাও গেল না কত দ্রুততার সাথে এই বিশ দিন গত হয়ে গেল। মনে হয় যেন দৌড়ে পার হয়ে গেল। এখন শেষ দশক শুরু হতে যাচ্ছে। রমযানকে উপলক্ষ করে অনেক চিঠি আসে যাতে রমযানের কল্যাণ হতে লাভবান হবার জন্য দোয়ার কথা উল্লেখ থাকে। সাক্ষাতের সময়ও (অনেকেই দোয়ার জন্য) বলে থাকেন। একজন মু'মিনের সর্বদাই এ চিন্তা থাকা উচিত সে যেন রমযান থেকে বেশি বেশি কল্যাণ লাভ করতে পারে। একজন আহমদীর মনে (রমযান সম্পর্কে) এ চিন্তা-ভাবনা না থাকলে, হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আমাদের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। আর তা এমন এক বিপ্লব যা স্রষ্টার সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে দেয় এবং খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেয়, আমাদের ঈমান সুদৃঢ় করে এর উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমাদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এসব বিষয় অর্জনের জন্য আমরা কোন রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করব সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের কর্মপদ্ধতি এরূপ হলে পরেই আমরা যুগ ইমামকে মানার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি যেসব (পুণ্যকর্মের) নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তার মধ্য থেকে যে ক'টির আমি উল্লেখ করেছি, ঐসব পুণ্যকর্মের প্রতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনেক সুযোগ তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। আর পবিত্র রমযান হচ্ছে, সেসব সুযোগের মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ, মহান ও কল্যাণময় সুযোগ।

রমযানে আমাদের মনে বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে একটি উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং তার জন্য চেষ্টা করা নিশ্চয় আমাদের জন্য এক সৌভাগ্যের বিষয়। তবে আমাদের চেষ্টা তখনই সফল হবে এবং তা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে যখন তা অর্জনের জন্য ঐসব পদ্ধতি অবলম্বন করব যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেছেন। (অথবা) আল্লাহ্র নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করলে পরেই আমাদের চেষ্টা সফল হবে এবং আমরা লাভবান হতে পারব। আমরা আমাদের মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করে রমযান দ্বারা কল্যাণ মন্ডিত হতে পারব না।

যেভাবে আমি গত খুতবায় বলেছিলাম, রোযা রেখে অথবা বাহ্যিক নামাযের উপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারব না। তবে এসব বাহ্যিক কর্মকান্ড, অঙ্গ-ভঙ্গি এবং সেহ্‌রী ও ইফতার করাও আবশ্যকীয়। নিঃসন্দেহে এগুলো ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার কাছে পৌঁছা যায় না। কেননা এগুলো করার ও এভাবে করার জন্য আল্লাহ্ তা'লাই নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে এগুলো ফরযের গন্ডিভূক্ত। এগুলো বাহ্যিক অঙ্গ-ভঙ্গি ও কার্যকলাপ, যারা এগুলো পালন করে না তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করে। তারা নিশ্চিতভাবে ভুল পথে আছে যারা বলে, যিক্‌র আয্‌কারের আসর বসালে বা কিছু যপতপ করলেই আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় অথবা ইবাদত পূর্ণ হয় বা ইবাদতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। না কখনোই না। এগুলো পালনে সেসব কাজ অবশ্যই করা উচিত যা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় সুন্নতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যেগুলো করার প্রতি তাঁর উম্মতকে তাকিদ করে বলেছেন, এভাবে কর। কিন্তু বাহ্যিক এসব কর্ম ও অঙ্গ-ভঙ্গির সাথে নিজেদের মানসিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন এনে এর উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করাও একান্ত প্রয়োজন। এরও নির্দেশ রয়েছে এবং খুবই গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশ রয়েছে। অতএব এগুলো অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এগুলো অর্জনের জন্য আমাদের নিজেদের মাঝে অধ্যবসায় গড়ে তোলা উচিত। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ভালবাসা লাভের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আর সেই পথের পানে নির্দেশনা দান করেছেন যেখানে পৌঁছে একজন মানুষ প্রকৃত মু'মিন হয়; আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের অধিকারী হয় এবং রমযানের রোযা থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়। এ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে দেখবেন, যেখানে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এবং সেই হাদীসটি আরো ভালভাবে বোধগম্য হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি আমার দিকে বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয় আমি তার দিকে এক গজ নিকবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয় আমি তার দিকে দুই হাত নিকবর্তী হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এমন বান্দাদের ভালবাসেন যারা তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যথাযথভাবে ইবাদত করার চেষ্টা করে এবং যারা আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হওয়ার দাবী করে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবার চেষ্টা করে। যেভাবে আমি বলেছি, যেখানে এ আয়াতে বিশেষ করে 'ইবাদী অর্থাৎ আমার বান্দা'-শব্দে আল্লাহ্ তা'লার যে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সেখানে আরো বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা সব মানুষের প্রার্থনার এ উত্তর দেন না যে, আমি নিকটে আছি। যারা আল্লাহ্ তা'লার দিকে যাওয়া তো দূরের কথা আল্লাহ্ তা'লার দিকে এক বিঘত পরিমাণও অগ্রসর হতে চায় না এমন মানুষ 'ইবাদী'র গন্ডিভূক্ত নয়। এখানে আল্লাহ্ তা'লা সব মানুষকে সম্বোধন করে বলেন নি অথবা 'বাশার' বা মানুষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। বরং সেই বান্দাকে সম্বোধন করেছেন যে তাঁর বান্দা হবার দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী এবং এজন্য চেষ্টা করে। বান্দার দায়িত্ব কীভাবে পালিত হয়?-এর উত্তর জানতে আল্লাহ্ তা'লার সেই নির্দেশের প্রতি মনোযোগী হতে হবে যাতে আমাদেরকে তিনি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তারাই আমার বান্দা যারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছে। শুধু অনুধাবন করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং এর জন্য অহর্নিশি সচেষ্ট থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা আমার বান্দা যারা সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় যে বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদতের মানে ক্রমোন্নতি করাকে স্বীয় বান্দা হবার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন নি যে, এখন থেকে শুধু রমযানেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনে রেখ, আর অন্য দিনগুলোতে এদিকে দৃষ্টি দিয়ো না। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা বা যে প্রকৃত বান্দা হতে চায় তার উচিত সে যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে। রোযার কল্যাণে যখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা পূর্বের তুলনায় বেশি হচ্ছে তখন আমার সম্বন্ধে যারা জিজ্ঞেস করে তাদের বলে দাও, রমযান মাসে আমি আরো বেশি নিকটে এসেছি। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, হাদীসে আছে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যারা পূর্বেই এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে তাদের

সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার প্রিয় বান্দা হয়েছে তাদের বলে দাও, এ দিনগুলোতে আমি বিশেষভাবে বান্দাদের নিকটে আছি। অতএব আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকটে থাকেন বরং তিনি সর্বদাই জীবন শিরা অপেক্ষাও নিকটে থাকেন। সাধারণ দিনগুলোতেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সর্বনিম্নস্তরের আকাশে নেমে আসেন যারা যথাযথভাবে ইবাদত করার চেষ্টা করে এবং রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগ্রত হয়। উপরন্তু রমযানে আল্লাহ্র দয়া, মায়া ও অনুগ্রহের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়।

অতএব তারাই ভাগ্যবান যারা এ থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে, রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা বা দাস হবার যে চেষ্টা করেছি বা করছি, রোযার ফলে সকালে নফল পড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাহাজ্জুদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ্র নৈকট্যের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করেছি বা দেখেছি এবং এ দিনগুলোতে নিয়মিত নামায পড়ার প্রতি যে আগ্রহ হয়েছে, কুরআন শরীফ পড়ার ও বুঝার প্রতি যে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দরসে বসার ও শোনার প্রতি যে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা ধরে রাখব। কাজেই আল্লাহ্ যেহেতু তার বান্দার মনের অবস্থা জানেন তাই তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলেছেন, 'আমার এসব বান্দাকে বলে দাও, তোমরা যদি যথাযথভাবে ইবাদত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও তবে আমি শুধু রমযানে নয় বরং সর্বদা তোমাদের নিকটে আছি এবং থাকব। আর তোমরা যদি শুধু সাময়িকভাবে এ উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে থাক তবে তোমাদের জীবন বৃথা যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তারা যেন তাঁর মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য লাভ করে।** وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ **অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি** (সূরা আয্ যারিয়াত, ৫৭)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যে ব্যক্তি এই মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় না এবং দিনরাত শুধু জাগতিক চিন্তায় ডুবে থেকে ভাবে, অমুক জমিটি কিনব, অমুক বাড়িটি বানাব, অমুক সম্পত্তিটি দখল করব। এমন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা কিছুকাল সুযোগ দেয়ার পর ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কী করবেন?'** হুযূর (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মানুষের হৃদয়ে এক ধরনের ব্যথা ও বাসনা থাকা চাই। যার ফলে সে তাঁর কাছে একটি মূল্যবান জিনিসে পরিণত হবে। আর তার মনে যদি এমন ব্যথা না থাকে এবং শুধুই জগত ও এতে যা কিছু আছে সেগুলোর জন্য ব্যথা থাকে তবে সে কিছুকাল সুযোগ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়ে যাবে'**। জাগতিক কাজ-কর্ম করতে হবে না- এর অর্থ এটি নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে আরো বলেছেন, **'যার জমি-জমা আছে কিন্তু সে তাতে পরিশ্রম করে না এবং যার ব্যবসা-বাণিজ্য আছে অথচ সে সেখানে পরিশ্রম করে না- এমন ব্যক্তিও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে না'**। কাজেই জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য আর কাজ-কর্মও করতে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা ভুললে চলবে না।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য মনে ব্যাকুলতা থাকা প্রয়োজন। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার জন্য আল্লাহ্ তা'লার মা'রেফত ও নৈকট্য অর্জন করা আবশ্যক। এ নৈকট্য তখন অর্জিত হয় যখন মানুষের মধ্যে এটি অর্জনের জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। এজন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যারা এ ব্যথা সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট, তোমাদের ইচ্ছা তখন বাস্তব রূপ ধারণ করবে যখন তোমাদের ঈমান ক্রমান্বয়ে উন্নতির ধাপ অতিক্রম করবে। যখন তোমরা আমার সব ডাকে সাড়া দিবে বা কমপক্ষে আন্তরিক ভাবে সেজন্য চেষ্টা করবে। বান্দা হবার জন্য ইবাদতের পাশাপাশি অন্যান্য নির্দেশ পালন করাও আবশ্যক। মানুষ দুর্বল প্রকৃতির। তাই মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের উত্থান-পতন হতে থাকে। কিন্তু এ উত্থান-পতনের অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া উচিত। কোন কর্মে দুর্বলতা অনুভূত হলে সেটি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। তওবা ইস্তেগফারে রত হয়ে দ্রুত সেই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, এ রমযানে পুণ্যকর্মে মনোযোগী হলাম, এরপর সারা বছর জাগতিকতার পিছনে ছুটলাম। মানুষ জাগতিক কাজে মগ্ন থাকে এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যায়। মনে করে আগামী রমযানে আবার বান্দা হবার চেষ্টা করব, আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যত্নবান হব। আল্লাহ্ তা'লা

রোযার সাথে এ নির্দেশও দিয়েছেন, আমার ডাকে সাড়া দাও এবং নিজের ঈমান দৃঢ় কর। এমন কথা বল না যে, আগামী রমযান আসলে চেষ্টা করব। যদি এ বিষয়ে যত্নবান হও, আগামী রমযান পর্যন্ত এ রমযানে অর্জিত পুণ্য সমূহ বহাল রাখব, তখন তোমরা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করবে। নতুবা এ মনোভাব পোষণ করায় কল্যাণ নেই যে, এ রমযানে পুণ্য করলাম, আর এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। পুনরায় যখন রমযান আসবে তখন আবার পুণ্যকর্ম করব। আমাদের মনোভাব যদি এরূপ হয় তবে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করিনি, সেসব পুণ্যবান মানুষের দলভূক্ত হই নি যাদের আল্লাহ্ তা'লা 'আবদি' বা আমার বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন।

অতএব বান্দা হবার জন্য কেবল কিছু দিন বা এক মাস পুণ্য করলেই চলবে না। বান্দা হবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যেহেতু রমযান মাসে একজন মু'মিন বান্দার এ বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ থাকে, এজন্য বিশেষভাবে রোযার সাথে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যখন আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে তখন এতে ক্রমোন্নতি হওয়া উচিত। এ উন্নতি কীভাবে হবে? মানুষ কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি বান্দা হবে? নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোন্ কোন্ ভাবে অর্জনের চেষ্টা করবে? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ কর আর রঙ ধারণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম আর কে আছে এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি (সূরা আল্ বাকারা: ১৩৯)।

অতএব সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ ও তাঁর গুণাবলী নিজের ভেতর সৃষ্টি করার চেষ্টাও আবশ্যক। আর তখনই মানুষ সত্যিকার বান্দা হতে পারে। জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রেমের সম্পর্ক ও রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও মনিব ও ভৃত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভৃত্য নিজ মনিবের পছন্দ অপছন্দগুলোকে নিজের পছন্দ-অপছন্দ বানিয়ে নেয় বা এজন্য চেষ্টা করে। এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনো কখনো লৌকিকতা ও মিথ্যা অবলম্বন করা হয় এবং বাস্তবে এটি কোনরূপ কল্যাণও বয়ে আনে না। যেমন একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক বাদশাহ্‌র কিছু শাহী কর্মচারী ছিল। বাদশাহ্‌র কাছে কোথাও থেকে উপঢৌকনস্বরূপ বেগুন আসে এবং এর খুব প্রশংসা করা হয়। এতে তিনি প্রতিদিন তা খেতে আরম্ভ করেন। শাহী কর্মচারীরা এর সীমাতিরিক্ত প্রসংশা করে। রাজা যখন প্রত্যেক বেলাই খাবারের সাথেই বেগুন খাওয়া আরম্ভ করে তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর রাজা যখন এর দুর্নাম করতে আরম্ভ করে তখন শাহী কর্মচারীরাও দুর্নাম করতে আরম্ভ করে। এতে রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করেন, প্রথমে তোমরা প্রশংসা করছিলে আর এখন দুর্নাম করছ কেন? তারা উওর দেয়, জি হুজুর আমরা তো বেগুনের দাস নই বরং আপনার দাস। কাজেই এরূপ রঙ ধারণের কোন মূল্য নেই। তারা মালিকের সুরে সুর মিলিয়ে নিজের মধ্যে সেই রঙ ধারণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লার রঙ এরূপ যে, যে ব্যক্তি তা ধারণ করে সে তার ইহকাল ও পরকালকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। খোদা তা'লা যিনি আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি, তাঁর রঙে রঙ্গিন ব্যক্তি নিজের ইহ ও পরকালকে সু-সজ্জিত করে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ধারণ করে তাঁর নৈকট্য লাভ করে। এটিই হল সেই রঙ যা একজন মু'মিন নিজের মাঝে ধারণ করে নিজ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লাভ করে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হবার জন্য একজন মু'মিনের মাঝে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'লা যেসব কাজ পছন্দ করেন একজন মু'মিনের সেসব কাজ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যেসব কাজ অপছন্দ করেন তা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবেই মানুষ শুধু আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হতে পারবে। যখন আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে তাঁর রঙে রঙ্গিন হবার এবং তাঁর গুণাবলীর বিকাশস্থল হবার জন্য বলেছেন, তার মানে– আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে তা ধারণ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন, যেন সে তা নিজের মাঝে ধারণ করে এবং নিজ গন্ডিতে তা প্রকাশও করতে পারে। মানুষ তার নিজ গন্ডিতে মালিকীয়্যাত, রহমানীয়্যাত, রহীমিয়্যাত, রবুবীয়্যাতের রঙ ধারণ করতে পারে। 'সাওার' ও 'ওহাব' এর রঙও ধারণ করতে পারে। বরং অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনে এই গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। অনেক মানুষ রয়েছেন যারা খোদা তা'লার রঙে রঙ্গিন হবার জন্য এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটান না। কিন্তু একজন প্রকৃত মু'মিন তিনি, যিনি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাকেন। এর চিহ্ন হচ্ছে তার মাঝে এসব গুণাগুণ পরিলক্ষিত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লার

ভালবাসাকে ধারণ করার জন্য তার মাঝে এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ একান্ত আবশ্যক। মানবজাতিকে মন্দের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষার জন্য এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ একান্ত আবশ্যক। এ রঙ ধারণ করার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলে কেবল তখনই তা পুণ্য বলে পরিগণিত হবে এবং তা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা আকর্ষণকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লা তার রঙে রঙ্গিন হবার নির্দেশ দেয়ার পর বলেন, 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা এই ঘোষণাও দাও, نَحْنُ لَهُ عَابِدُون অর্থাৎ আমরা তাঁর ইবাদতকারী'। আমরা যেহেতু তাঁর বান্দা তাই তাঁর রঙ ও গুণাবলী নিজেদের মাঝে ধারণ করা আবশ্যক। কেননা আমরা যেহেতু তাঁর ইবাদতকারী, তাই তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর ইবাদত আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা আবশ্যক।

যাহোক তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবন কেবল একমাসই অতিবাহিত করব না, বরং আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী অতিবাহিত করব। কাজেই এ রমযানে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে দিন অতিবাহিত করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এগুলোকে অবলম্বন করে এ রমযান অতিবাহিত করতে হবে। সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে আমাদেরকে এই রমযান অতিবাহিত করতে হবে। তারপর এ আমলকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যখন এসব হবে তখন فَإِنِّي قَرِيبٌ (নিশ্চয় আমি নিকটে)- এ সুসংবাদ আমরাও শুনতে পাব। أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ অর্থাৎ আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন যে আমার নিকট প্রার্থনা করে- এটিও প্রত্যক্ষ করব। তাই এ মর্যাদা লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক এবং দোয়া করাও প্রয়োজন। আমাদের দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু জাগতিক কামনা বাসনাই না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে নিজের মাঝে বিকশিত করে মানবাধিকার প্রদানের প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সেসব পুণ্য করার প্রতিও যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয় যেগুলো করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي অর্থাৎ তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়, এখানে এক মু'মিনের দৃষ্টি তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এ কথার প্রেক্ষিতে একজন মু'মিনকে নিজের দায়িত্ব বুঝা উচিত। তখনই সে পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে।

এখন আমি এ প্রেক্ষিতেও কিছু বলার চেষ্ট করব। আল্লাহ্ তা'লার ডাকে যারা সাড়া দেয় তাদের যে দায়িত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লা মানবাধিকার প্রদানের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা কী? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা তারা যারা পুণ্যের নির্দেশ দেয় আর মন্দকর্মে বাধা দেয়। এটি জানা কথা, এর উপর যথার্থভাবে আমলকারী তারাই হবে আর হওয়া উচিত যারা নিজেরা পুণ্যকর্ম করে আর মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে। তাই যেখানে প্রকৃত মু'মিন হবার চেষ্টা হবে সেখানে আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। প্রকৃত বিষয় হল, আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি মনোনিবেশই খোদার গুণাবলীকে আত্মস্থ করার ও এর বিকাশের প্রতি মানুষকে মনোযোগী রাখে।

অতএব মু'মিনদের উপর অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আর তা হল, তোমরা এসব কাজ করবে। হৃদয়ে অন্য সাধারণ দিনের চেয়ে রমযানে অনেক বেশি ভয় থাকে আর মানুষও অনেক সময় আত্মবিশ্লেষণ করে। যখন এদিকে দৃষ্টি দিবে, আল্লাহ তা'লা এক মুসলমানের, এক প্রকৃত মু'মিনের এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে খাঁটি বান্দা হবার জন্য দোয়া করে তার মান কেমন হওয়া প্রয়োজন? তখনই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি যাবে। খোদার এ ঘোষণাকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ অর্থাৎ খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা যা বল তা কর না (সূরা আস্ সাফ: ৪)।

তাই এ দিনগুলোতে আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন। আর বিশেষভাবে আমি প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তা, অঙ্গ সংগঠনের কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদেরও বলছি, আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করুন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদেরও

আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আর সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীকে বলছি, যখন আমরা উপদেশ দেই তখন প্রথমে নিজ জীবনে এর প্রতিফলন ঘটানো আবশ্যক। যখন একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য ফরয, একজন সাধারণ মু'মিনের জন্য ফরয তখন যাদেরকে এ কাজের জন্যই মনোনীত করা হয়েছে, এ কাজের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে- যারা পুণ্যের প্রসার ঘটাবে আর মন্দকে প্রতিহত করবে, তাদের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি আবশ্যক। আর এ ফরয তখন পালন হবে যখন আমাদের নিজেদের নিয়ত পরিস্কার ও পূত-পবিত্র হবে। যখন আমরা স্বয়ং প্রতিটি নির্দেশ পূর্ণরূপে পালনের চেষ্টা করব। কর্মকর্তাদের ইবাদতের মান যদি শুধু রমযানে উত্তম হয় আর সাধারণ দিনগুলোতে উত্তম না হয় তাহলে তাদের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী হবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। আমি অধিকাংশ সময় বিভিন্ন মিটিং-এ কর্মকর্তাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, প্রত্যেক বিভাগ প্রত্যেক সংগঠনের কর্মকর্তারা যদি শুধু নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে এবং মসজিদ আবাদ করা শুরু করে দেন তবে মসজিদের উপস্থিতি বর্তমান উপস্থিতির চেয়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। অতএব এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য বিধি-বিধানের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাহলে আপনা-আপনিই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

যেভাবে আমি বলেছি, অন্যান্য বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলোর প্রতিও আমল করা উচিত। তেমনিভাবে, ন্যায়-নীতি বা সুবিচার এমনভাবে প্রতিষ্ঠা কর, যদি নিজের বিরুদ্ধেও বা নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও সাক্ষী দিতে হয় তবুও সাক্ষী দাও— কেননা এটিও পবিত্র কুরআনের একটি নির্দেশ। যদি খোঁজ নিয়ে দেখা হয় তাহলে আমাদের মাঝে সাধারণত এমন গুণ বা মান সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজে দুষ্কর হবে। অতএব একদিকে আমরা দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবার আকাঙ্খা রাখি আর সাক্ষী দেয়ার সময় অজুহাত খুঁজতে শুরু করি, কীভাবে নিজের আপনজনদের অপরাধী হওয়া থেকে বাঁচানো যায়। শুধু তাই নয় কখনো কখনো নিজেকে ও নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বাঁচানোর জন্য অন্যদেরকে অভিযুক্ত করার হীন চেষ্টাও করা হয়। এমন অভিযোগ কখনো কখনো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও এসে থাকে। অনেকে আমাকে লিখেন, আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, জামাতে অমুক অমুক কর্মকর্তার ব্যাপারে এই অভিযোগ রয়েছে অথবা কখনো কখনো জলসা প্রভৃতিতে কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সমষ্টিগতভাবে যাকেই বলা হয়, সে নিজের সংশোধন না করে, তদন্ত শুরু করে দেয়, এ অভিযোগ কে করেছে? অথচ এটি মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না। অভিযোগ কে করেছে তা নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। তার সাথে তোমাদের কোন কাজ নেই। তোমার মাঝে সেই দুর্বলতা থেকে থাকলে তা দূর কর আর যদি এমন কোন দুর্বলতা না থাকে তবুও ইস্তেগফার করা উচিত, যাতে যে অপরাধ করা হয়নি তার শাস্তি থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। এরপর সঠিক চিত্র বা তথ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন যে, আসলে বিষয়টি এমন ছিল। আর অভিযোগকারীকে উত্তর দেয়ার কাজ আমার; আমি তাদের উত্তর দিই বা না দিই। যদি বেনামী কোন অভিযোগ আসে তবে তা এমনিতেই গ্রহণযোগ্য হয় না। জামাত থেকে এগুলোর উপর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা কর্মকর্তাদের উপর যে দায়িত্ব এবং আমানত অর্পণ করেছেন তা তাদের কাছে এই দাবী করে যে, তারা যেন তাদের এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। তেমনিভাবে সত্য সাক্ষীর ক্ষেত্রে আবশ্যক, তারা যেন অভিযোগকারীর খোঁজে না লেগে আত্মসংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেন। অভিযোগকারীর নাম বলা প্রয়োজন হলে আমি নিজেই বলে দিব আর অধিকাংশ সময়ই আমি নাম বলে থাকি। কিন্তু এ কথাও সামনে এসেছে, এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন অভিযোগকারীর জীবন দুর্বিষহ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। এটিও সম্পূর্ণরূপে তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ। এমন কাজ করা আমানত এবং পদের সদ্ব্যবহার নয়। আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর উপর যথার্থ অনুশীলন নয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইলে প্রত্যেক বিষয়ে আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। আমার কথা শুধু কর্মকর্তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রত্যেক আহমদীকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাবার জন্য আমাদের উচিত সকল বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে অবলম্বনের চেষ্টা করা, নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করা, নিজের মাঝে

বিনয় সৃষ্টি করা, নিজের মাঝে বিদ্যমান গর্ব ও অহং চূর্ণ বিচূর্ণ করা, সততার উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষমা ও মার্জনার অভ্যাস গড়া, পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে বিরত থাকা, আমনতসমূহ সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠাই নয় বরং এর ঊর্দ্ধে উঠে অনুগ্রহ সূলভ আচরণ করা এবং 'ইতাইযিল কুরবা'র ব্যবহার করা। কোন পুরস্কারের আকাঙ্খা ছাড়াই সেবার মনোভাব রাখা। নিজ গন্ডিতে যাদের সাথে সাক্ষাত হয় তাদের সাথে এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা। এটিও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিবেশীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রকে যেভাবে বিস্তৃত করেছেন, আমরা যদি সেভাবে একে বিস্তৃতি দান করি তবে আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর হয়ে যাবে। একটি পরিবার নয়, শত পরিবার নয়, পরবর্তী শহর পর্যন্ত নয় বরং পুরো দেশ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে। ছিদ্রান্বেষণ থেকে মুক্তি পেতে থাকবে। পরনিন্দার অভ্যাসও দূর হবে কেননা এটিও এমন জঘন্য কর্ম যেটিকে আল্লাহ্ তা'লা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন।

অতএব ভেবে দেখুন! এই গীবত বা পরচর্চা কেমন অপছন্দনীয় কর্ম। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন যারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অবলিলায় পরনিন্দা করতে থাকেন। তাদের এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে বলেন, এ দোষগুলো সেই ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। বৈঠকাদিতে অথবা ঘরে বসে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হতে থাকে, তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হয়। এমন করাও অন্যায় এটিও গীবতের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা মোটেও মিথ্যা বলছি না- এসব দোষ-ত্রুটি তাদের মাঝে রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কোন ভাইয়ের মাঝে যদি কোন দোষ থাকে আর তোমরা যদি তার অনুপস্থিতিতে সেই দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা কর— তাহলে এটিই গীবত। আর যদি তার মাঝে সেই দোষ না থাকে যার উল্লেখ তোমরা করছ তবে সেটি হবে অপবাদ।

অতএব এসব মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকাও আমাদের জন্য আবশ্যক। উত্তম গুণাবলী অবলম্বন করে চলা আমাদের কর্তব্য। তখনই আমরা সেই সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব যারা পুণ্যের দিকে আহ্বান করেন এবং মন্দকর্ম হতে বিরত রাখেন।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার আহ্বানে প্রকৃত অর্থে তখনই সাড়া দেয়া হবে যখন আমরা সব ধরনের আদেশ-নিষেধকে নিজেদের জীবনে অবলম্বন করব। সর্বাগ্রে নিজের সংশোধন করব, এরপর জগদ্বাসীর সংশোধন করব, যা আমাদের কাজ। আর তখনই وَلْيُؤْمِنُوا بِي অর্থাৎ আমার প্রতি ঈমান আন— এর সত্যয়ন স্থল হব। অন্যথায় আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ নয়। আল্লাহ্ তা'লা فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي'র পর يُؤْمِنُوا بِي উল্লেখ করে যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল, আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধানের উপর আমল করা আর প্রত্যেক ধরনের উন্নত নৈতিক গুণাবলীই ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। দাসত্বে অতুলনীয় করে তোলে। অতএব আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধের উপর পূর্ণরূপে আমল করারও চেষ্টা-সাধনা করা উচিত।

রমযানের শেষ এ দিনগুলোতে এ অঙ্গীকার করুন, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মানকে উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করব। শুধু তাই নয় আল্লাহ্ চাইলে এতে প্রতিষ্ঠিতও থাকব। যেসব কল্যাণকে এ রমযানে আমরা অবলোকন করেছি তাকে সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লার আশিস আত্মস্থ করারও চেষ্টা করব এবং করতে থাকব। এ কল্যাণময় মাসে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে তাঁর সত্যিকার বান্দা হবার চেষ্টা করতে হবে। অবশিষ্ট যে ক'দিন রয়ে গেছে তাতে পূর্ণ চেষ্টা সাধনা করুন। অঙ্গীকার করুন, আর খোদার নৈকট্য লাভের এই চেষ্টা-সাধনাকে রমযানের পরেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)